"মিষ্টি বাচ্চারা - মাথার উপরে বিকর্মের ভারী বোঝা রয়েছে, তাই এখনও পর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি আসে, যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে তখন কর্মভোগের হিসেব শেষ হবে"

*প্রশ্নঃ - সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে এই ইউনিভার্সিটির কোন্ নাম হওয়া উচিত ?

*উত্তরঃ - প্রকৃত সত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন, পাণ্ডব ভবন। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজের দ্বারা ওয়েলথ এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ যোগের দ্বারা হেল্থ প্রাপ্ত হয় তাও ২১ জন্মের জন্য। সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদেরকে, মানুষকে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদান করার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রদর্শনী আয়োজিত করা উচিত। জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন, এই নামের দ্বারা সকলের অ্যাটেনশন যাবে।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ অনুপম....

ওম্ শান্তি । এই গীতের মধ্যে একটি লাইন আসে.... চারিদিকে পরিক্রমা করে বেরিয়েছি... তীর্থে মানুষ চার ধামের যাত্রা করে। যাত্রা কেন করে ? (এ হল চক্রের পরিক্রমা, সত্যযুগ ত্রেতা ইত্যাদি) এ হল চক্র। যত বাবাকে স্মরণ করবে, চক্র ঘোরাবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। তাই বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে, কারণ বিকর্মের বোঝা মাথায় রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতা তো অন্তিম সময় পর্যন্ত চলবে। কর্মভোগ তো অন্তিম সময় পর্যন্ত থাকে, এটাই হল প্রমাণ চিহ্ন। যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থায় না পৌঁছাবে ততক্ষণ দুঃখ লেগেই থাকবে। শেষ কালে এই সব বিনাশ হয়ে যাবে। আমাদের মুখ্য বিষয় হল জ্ঞান আর যোগ। দিল্লিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন আছে। প্রকৃত সত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন তো এইখানে। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ, জীবনমুক্তি। সুতরাং জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন, এই কথাটি তাদের বোঝাতেও হবে। অতএব জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রদর্শনী হওয়া উচিত - সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবনে, সব মানুষ এবং বিদেশীরাও এসে ভারতের এই সহজ যোগ ও জ্ঞান বুঝবে। মানুষ তো পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে। যেমন আমরা লিখি রিয়্যাল গীতা তেমন ভাবেই লিখতে হবে জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন। বাবা ডাইরেকশন দেন যে, রিয়্যাল জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন হল পাণ্ডব ভবন এই রকম লিখে দাও, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তার সঙ্গে এই কথাও লেখো যে, জ্ঞানের দ্বারা জীবন মুক্তি, এভার ওয়েলদি এবং বিজ্ঞান অথবা যোগের দ্বারা এভার হেলদি কীভাবে হওয়া যায় সে কথা এসে বুঝে নাও। যখন বুঝবে তখন বলবে অবশ্যই প্রাক্টিক্যালে দেবী-দেবতা পদ সুখ শান্তি পূর্ণ প্রাপ্ত হচ্ছে। এ তো কেবল একজনকে বোঝানোর নয়। এই বিষয়ে প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি করো তাহলে হাজার মানুষ এসে বুঝবে। বাবা যুক্তি বলে দেন, কাপড়ে প্রিন্ট করে ব্যানার লাগিয়ে দাও। তৈরি করতে কিছুই সময় লাগে না। আমাদের কাছে ভালো চিত্র আছে। কোনো দেশবাসী বা বিদেশী মানুষ এসে বুঝবে। বাবা বলেন সৃষ্টি চক্রের চিত্রটি বিশাল করে বানানো উচিত তার পাশে বিরাট রূপের চিত্রটি থাকা উচিত। তার উপরে শিখা। শুধুমাত্র শিব নয়, ত্রিমুর্তি তো অবশ্যই থাকা উচিত যাতে প্রমাণ করা যায় যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। এই ব্রাহ্মণরাই পুনর্জন্মে আসবে। ব্রাহ্মণরাই হয় সেই দেবতা, দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়... এই চিত্রটি ভালো ভাবে বানিয়ে পাশে রাখা উচিত। তার ফলে বোঝানো সহজ হবে। এই জ্ঞান-যোগের দ্বারা স্বর্গের নির্মাণ হয় কীভাবে, এই ব্রাহ্মণরা হল অ্যাডপ্টেড, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন - বোঝাবার জন্য খুব ভালো যুক্তি থাকা উচিত। সবাইকে নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া উচিত। চিত্রের দ্বারা বোঝানো তো খুব সহজ। পরমপিতা পরমাত্মার থেকে রাজযোগের শিক্ষা গ্রহণ করে রাজধানীর স্থাপনা হচ্ছে। এই ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীরা হল কোটিতে কেউ। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে শুনন্তি, কথন্তি, ভাগন্তি হয়ে যায়। এখানে গরিব মানুষও আছে তো ধনী মানুষও আছে আবার মিডিল ক্লাসও আছে। ধনী মানুষ সহজে জ্ঞান গ্রহণ করতে চাইবে না।

বাবা তো বুঝিয়েছেন যে, জ্ঞান যজ্ঞে অনেক প্রকারের বিঘ্ন তো আসবে। অনেক অত্যাচার হবে। কামেষু, ক্রোধেষু আছে না। বিষ প্রাপ্ত না হলে অত্যাচার করে। কন্যাদের তো বিবাহের জন্য অনেক কষ্ট পেতে হয়। বাবা তো বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চললে শ্রেষ্ঠাচারী হবে। বাবা আসেন পতিত ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ায়। এই রাবণের রাজ্যে সর্ব প্রথমে কাম হল মহাশত্রু। শ্রেষ্ঠাচারী রাজ্যকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তাদের মধ্যে বিকার থাকে না। তখন এই প্রশ্নও উঠতে পারে না যে, সেখানে জন্ম হবে কীভাবে। রাম রাজ্যে বিষ থাকে না। এই হল রাবণের রাজ্য তবেই তো রাবণকে দাহ করা হয়। এই সময় কেউ শ্রেষ্ঠাচারী নয়। শ্রেষ্ঠাচারী বানানো একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মার কর্তব্য। স্বর্গ তো হল পবিত্র দুনিয়া (ভাইস লেস ওয়ার্ল্ড) । সেখানে তো বিকার রূপী বিষ নেই কারণ রাবণের রাজ্য নেই।

এখন তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করো - যোগ বলের দ্বারা। রাবণের বিনাশ তো এখন হবেই, এখন হল সঙ্গম। এখন তোমরা সম্পূর্ণ হচ্ছো। সত্য যুগের আদিকালে সেখানে একজনও বিকারগ্রস্ত আত্মা থাকবে না। সঙ্গমে দুইই আছে , তাইনা। অপরিষ্কার জল ও স্বচ্ছ জল, তাকেই সঙ্গম বলা হয়। অশুদ্ধতা যখন শেষ হবে তখন আর চোখে দেখা যাবে না। সুতরাং এখন দুনিয়ার ক্ষেত্রেও সঙ্গম চলছে। আত্মা ও পরমাত্মার এই সঙ্গম। যদিও নদী ও সাগরের সঙ্গম তো প্রচলিত প্রথা। নদী তো সাগরে গিয়েই পড়বে। যদিও জলের পার্থক্য থাকে। বাবা ব্যতীত কোনো মানুষ ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকিনাথ বানাতে পারে না। ত্রিকালদর্শী ও ত্রিলোকিনাথ তোমরাই হও। কৃষ্ণকেও বলা হবে না। ত্রিলোকিনাথ, তিন লোকের জ্ঞাতা কেবল একজনই । ত্রিলোকিনাথ, ত্রিকালদর্শী পরম পিতা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেউ নয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের তিন লোক বা তিন কালের জ্ঞান নেই। আদি মধ্য অন্তের জ্ঞানও নেই। এখন তো আমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। ত্রিলোকির জ্ঞানও আছে। বাবার যা টাইটেল, তা ব্রাহ্মণদেরও প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। দেবতাদের এই জ্ঞান নেই। তোমরা হলে অনেক উচ্চ, যে বাচ্চারা নিজেদেরকে ত্রিলোকিনাথ, ত্রিকালদর্শী রূপে স্বীকার করে তারা তো অন্যদের নিজ সম গড়ে তুলতে ব্যস্ত থাকবে। নিমন্ত্রণ পত্র সবাইকে দেওয়া উচিত। প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষকে লিখে জানানো উচিত যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা হেল্থ ওয়েলথ কীভাবে প্রাপ্ত হয়, এসে বুঝে নাও। দিল্লিতে জ্ঞান বিজ্ঞান ভবনে এই জিনিস থাকলে তো অনেক বিদেশীরা এসে নলেজ নেবে। শেষ কালে তো সবাইকেই বুঝতে হবে। বিনাশ অবশ্যই হবে তাহলে বাবাকে কেন স্মরণ করো না যাতে বিকর্মের বিনাশ হয় ? আত্মা যত শুদ্ধ হতে থাকবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে - জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপরে। মুক্তিধাম নিবাসী যোগই পছন্দ করবে, কারণ তাদের আত্মার মধ্যে সেই পার্টই ভরা আছে এবং দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা নলেজ পছন্দ করবে।

বাচ্চারা, তোমাদের দিন দিন উন্নতি হতে থাকে। তোমরা উপরে উঠতে থাকো তারা নীচে নামতে থাকে। তোমাদের হল ঊর্ধ্বগামী কলা, অন্য সব মানুষের হল নিম্নগামী কলা। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এই কথা তো সাধারণ। যদিও বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে। এই কথাও বুঝেছো যে, পূর্ব কল্পে যে যেমন পদ প্রাপ্ত করেছে, যেভাবে প্রাপ্ত করেছে সেসব সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। আসবে তো অনেকেই। দিন-দিন নানান ভালো যুক্তি বের হতেই থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন নাম হোক এবং ভালো ভালো চিত্র থাকুক। দুনিয়ায় অনেক অপ্রয়োজনীয় চিত্র আছে, কেউ বক্র রূপধারী কৃষ্ণের এমন আর্ট জাতীয় চিত্র বানিয়ে দেয়, তোমাদের সেসবের দরকার নেই। সেখানে দেবতারা ডান্স করে, দেবতারা তো আনন্দে খুশীতে খেলা করে। এইসব আর্ট ইত্যাদি এখানকার প্রচলনে আছে। সেখানে তো প্রিন্স প্রিন্সেস খেলা করে। বাইস্কোপ ইত্যাদি তো সেখানে থাকে না। এই কথা গুলি তোমরা এইখানে জানো। বাবাকেও কেবল তোমরা চিনতে পারো। মানুষের বুদ্ধিতে বসে না যে, ইনি কে! কারণ নাম শুনেছে, শ্রীকৃষ্ণের। চিত্রও আছে ফার্স্টক্লাস। নামই হল শ্যাম সুন্দর। কাম চিতায় বসে শ্যাম বর্ণ হয়ে যায়। জ্ঞান চিতায় বসে পুনরায় অর্ধকল্পের জন্য গৌর বর্ণে পরিণত হয়। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকা উচিত যে সত্য যুগে ২১ জন্মের জন্য সুন্দর ছিলাম। তারপরে কাম চিতায় বসে ভিন্ন নাম রূপে এসে শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছি। তারা বুঝতে পারে না কালো রূপ কেন দেখানো হয়েছে। তোমরা তো জানো এখন বোঝাবে কীভাবে, কার চিত্র দেবে। শ্যাম ও সুন্দর এনাকেই বলবে। এমন তো নয় রামচন্দ্রকেও শ্যাম সুন্দর বলবে। তাকে কালো রূপ কেন দেখানো হয়েছে, সে কথা বোঝে না। এই সময় সবাই কালো। এই কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। কিন্তু কেউ ভালো ভাবে বোঝালে বুঝবে। প্রদর্শনীতে অনেক কিছু শেখা যায়, হতে পারে ভালো ভালো কন্যারা যজ্ঞের সেবায় নেমে পড়বে। বাকি অন্যরা শিখতে থাকবে। নিমন্ত্রণ পত্র তো সবাইকে দিতে হবে। তাতে কেউ কটু কথা বলে বলুক, সেসব কথা তো সঙ্গমে শুনতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমৎ অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে। কাম বিকার রূপী মহা শত্রুর উপরে বিজয়ী হয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। অত্যাচার ইত্যাদিকে ভয় পাবে না।

২) যোগবলের দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ বানাতে হবে। ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকিনাথ হয়ে অন্যদেরকে নিজ সম বানানোর সেবায় বিজি থাকতে হবে। সব ধর্মের মানুষদের এই সংবাদ অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

বরদানঃ- স্নেহের রিটার্নে নিজেকে টার্ন করতে পারে এমন প্রকৃত স্নেহী তথা সমান ভব

বাচ্চাদের প্রতি বাবার অতি স্নেহ আছে তাই স্নেহভাজনের কোনো ঘাটতি দেখতে পারেন না। বাবা,

বাচ্চাদেরকে নিজের সমান সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ দেখতে চান। তেমনভাবে তোমরা বাচ্চারাও বলো যে বাবাকে আমরা স্নেহের রিটার্নে কি দেব ? তখন বাবা, বাচ্চাদের কাছে এই রিটার্ন চান যে নিজেকে টার্ন করে নাও। স্নেহের শক্তির আধারে দুর্বলতা ত্যাগ করে দাও। ভক্তরা তো মাথা রেখে দিতে রাজি থাকে । তোমরা দেহের মাথাকে নীচে নামিয়ে না রেখে রাবণের অর্থাৎ বিকার রূপী মাথা গুলিকে নামিয়ে দাও, সামান্যতমও দুর্বলতার মাথাও রাখবে না।

স্লোগানঃ- প্রতিটি কর্ম সম্পাদন করা কালীন সাক্ষী স্থিতির সীটে সেট হয়ে থাকো তাহলে বাবা তোমাদের সঙ্গী হয়ে যাবেন।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

"সম্পূর্ণ পুরুষার্থের সিদ্ধি ২১ জন্ম সুখের প্রালব্ধ"

দেখো, পরমাত্মার সাথে এতটাই সম্পূর্ণ সম্বন্ধ জুড়ে রাখতে হবে যাতে ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়ে যায়, এটাই হল পুরুষার্থের সিদ্ধিলাভ। কিন্তু ২১ জন্মের নাম শুনে থেমে থাকবে না, ২১ জন্মের জন্য এই সময় এতখানি পুরুষার্থ করা সত্ত্বেও ২১ জন্মের পরে পতন তো হবেই, তাহলে সিদ্ধি লাভ হল কীভাবে ? কিন্তু ড্রামাতে আত্মাদের যতখানি সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্য আছে তা তো প্রাপ্ত হবে, তাইনা ! বাবা তো এসেছেন আমাদের সম্পূর্ণ স্টেজে পৌঁছে দিতে । কিন্তু আমরা বাচ্চারা বাবাকে ভুলে যাই তখন অবশ্যই পতনের দিকে এগিয়ে যাই, এতে বাবার কোনো দোষ নেই। এই সময় কিছু কম থাকলে সেই দোষ বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের। সত্যযুগ - ত্রেতার সম্পূর্ণ সুখ এই জন্মের পুরুষার্থের আধারে নির্ধারিত হয়, তাহলে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে নিজের সর্বোৎকৃষ্ট পার্ট প্লে করতে বাধা কোথায় ? আরও ভালো পুরুষার্থ করে পুরো বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি আমরা। মানুষ সদা সুখের জন্য পুরুষার্থ করে, সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত হওয়ার জন্য কেউ পুরুষার্থ করে না । সেসব তো ড্রামার শেষ সময়ে পরমাত্মা আসেন সর্ব আত্মাদের দন্ড ভোগ করিয়ে পবিত্র করে পার্ট থেকে মুক্তি প্রদান করবেন। এ হল পরমাত্মার কর্তব্য তিনি নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ং এসে বলে দেন। এইবারে আত্মাদেরকে যখন পার্ট প্লে করতে আসতেই হবে, তাহলে ভালো পার্ট প্লে করে সর্বোৎকৃষ্ট পার্ট প্লে করাই তো উচিত। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;